



উম্মু

আমরাহ

উম্মুদেব সাহসী নারী



উম্মু 'আম্মারাহ (নুসাইবাহ বিনতু কা'ব) ছিলেন মাদীনাতে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দুজন নারীর অন্যতম।

তিনি আনসারদের হাযরাজ গোত্রের ছিলেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন কা'ব বিন উমার আল-আনসারী, তাঁর পরিবার মাদীনার অন্যতম সম্মানিত পরিবারের একটি। তিনি ৫৭৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ও ৪০ বছর বয়সে মুমিনাহ হন। প্রথম স্বামী সাহাবী যাইদ বিন আসিমের থেকে তাঁর দুজন সন্তান ছিল আবদুল্লাহ ও হাবীব। তিনি ইসলামের খিদমাতে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাতে প্রথমবারের মত নারীদেরকে আহতদের সেবা প্রদান ও পানি বহনের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। লড়াইয়ের প্রথমার্ধে তিনি পানির মশক ও ব্যান্ডেজ হাতে আহতদের সেবা প্রদানে ছুটে বেড়ান।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলে উম্মু 'আম্মারাহ তাঁর তরবারি বের করে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর স্বামী ও সন্তানদের সাথে মিলে নাবী ﷺ এর প্রতিরক্ষায় নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান।

উম্মু 'আম্মারাহ বারোটি স্থানে আহত হলেও তিনি কোন পরোয়া করেননি। এক ভয়াবহ যুদ্ধে – যাতে মুসলিমরা এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল – রসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে সুসংবাদ লাভের পর বাকি সব তাঁর নিকট তুচ্ছ ছিল। নাবী ﷺ দু'আ করেছিলেন যে তিনি ও তাঁর পরিবার জাম্মাহতে নাবীর প্রতিবেশী হবেন। এই দুনিয়াতে তাঁর যাইহোক না কেন, উম্মু 'উম্মারাহ কোনকিছুর প্রতিই পরোয়া করতেন না। তিনি ছিলেন এক আত্মোৎসর্গকারী ও সাহসী মা, যিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর হাতের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে বলেছিলেন, “যাও, মুশরিকদের সাথে লড়াই কর” [ইবনু সা'দ, ত্ববাকাত, ৮/৪১৪-৪১৫]।

পরবর্তীতে মাদীনাতে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন, “উহুদের দিনে, আমি আমার ডানে-বামে তাকিয়ে কেবল উম্মু 'আম্মারাহকেই দেখতে পাচ্ছিলাম।” উহুদের যুদ্ধে উম্মু 'আম্মারাহর বীরত্বগাঁথা বহু বর্ণনায় বিস্তারিত এসেছে।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا



উহদের যুদ্ধের পর উম্মু 'আমারাহ বানী কুরাইযার লড়াই, খাইবার ও মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ ও নাবী ﷺ এর ইন্তিকালের পর ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহদের মত হুনাইনেও তিনি পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ মুসলিমদের পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে দ্বিধা করেননি। বাস্তবতা হলো, মাদীনার প্রথম মুসলিমাহদের একজন হিসেবে তিনি দ্বিতীয় আক্কাবার বাই'আতে রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সর্বাবস্থায় প্রতিরক্ষার অঙ্গীকার করেছিলেন।

আক্কাবার বাই'আতে অংশগ্রহণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রদানের পর তিনি দু'আ করেছিলেন, “হে আল্লাহ আমার অন্তরকে আপনার রসূলের মুহাব্বাত দ্বারা পূর্ণ করে দিন।” এই সংক্ষিপ্ত তবে অর্থবহ দু'আটি এরপর সারাজীবন তাঁর যবানে ছিল।

ইসলামের প্রতি তীব্র মুহাব্বাত ও নাবী ﷺ এর প্রতি গভীর মমত্ববোধে পূর্ণ এই নারী সাহাবিয়্যাহ তাঁর উৎসাহ এবং বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে তাঁর আত্মসমর্পণ দ্বারা নাবী ﷺ এর দু'আ লাভ করেন ও ইতিহাসে একজন বীর সাহাবিয়্যাহ হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছেন।

তিনি ও তাঁর পুরো পরিবার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের অগ্রগামী ছিলেন।

উম্মু 'আমারাহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনি ইলম অর্জনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। তিনি কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া গভীরভাবে অনুসরণ করতেন।

একটি বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তা নিয়ে নাবী ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছিলেন, “আমি দেখছি কুরআনে সবকিছু পুরুষদের জন্য নাযিল হয়েছে, নারীদের কথা কোথাও উল্লেখ দেখি না।” তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে সূরা আল-আহযাবের ৩৫তম আয়াত নাযিল হয়:

“নিশ্চয় মুসলিম ও মুসলিমাহ, মুমিন ও মুমিনাহ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী,

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফায়তকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী – তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান” [আল-আহযাব, ৩৫]।

এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করে, তারা পুরুষ হোক বা নারী, সকলেই সমানভাবে পুরস্কৃত হবে।

উহুদের যুদ্ধ – যা ছিল মুসলিমদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা, উম্মু 'আম্মারাহ তাঁর কাজের দরুন নাবী ﷺ এর প্রশংসা লাভ করেন এবং তাঁর দু'আয় ভূষিত হন। আল্লাহ ও তাঁর নাবীর প্রতি ঈমানের দায়িত্ব গভীরভাবে অনুভব করা উম্মু 'আম্মারাহ এই পথে জীবন কুরবানী করতে দ্বিধা করেননি এবং তাঁর সাহস ও কুরবানীর দ্বারা একজন অনুকরণীয় চরিত্র হয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন।

আর আমরা? আমরা কাকে ভালোবাসি? কোন উদ্দেশ্যে আমরা বেঁচে আছি? আমাদের কয়জনের ভেতরে উম্মু 'আম্মারাহ লুকিয়ে আছে? আমরা কি কখনও ভেবেছি, এই পৃথিবীতে – যা উহুদের যুদ্ধের দৃশ্যে মতো হয়ে গেছে – আমরা যখন পার্থিব জিনিসের মোহে পড়ে ক্ষণস্থায়ী সম্পদের পেছনে ছুটছি, তখন কীসে আমাদের মুক্তি দিবে?

যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারি, তাহলে হয়ত আমরাও হতে পারব উম্মু 'আম্মারাহ। আমাদের কোথাও থেকে শুরু করতে হবে।

“হে আল্লাহ আমার অন্তরকে আপনার রসূলের মুহাব্বাত দ্বারা পূর্ণ করে দিন।” আল্লাহুম্মা আমীন...

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا